বর্ধমান থেকে প্রকাশিত
নতুন চিঠি
https://natunchithi.co.in
সংবাদ সাপ্তাহিক
ডাক সংস্করণ : ৬ জানুয়ারি, ২০২৬
৪৯ বর্ষ ১ সংখ্যা ৫ জানুয়ারি, ২০২৬, সোমবার, ২০ পৌষ, ১৪৩২
Vol. 49, Issue No. 1, Monday, 5 January 2026
■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

নতুন চিঠি ৪৯ বছরে

'নতুন চিঠি' পত্রিকার ৪৯ বছরে পদার্পণ আমাদের আগামী ৫০ বছরের পূর্ণতার আগমনী বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে এখনই। লড়াই সংগ্রামের বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে আমরা এবছর ৪৯-এর দোর গোড়ায় হাজির হয়েছি। আগামী বছরের এই সময়ে ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবে নতুন চিঠি পত্রিকা; যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা একটা গর্বের ব্যাপার। 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।' তাই এই সময়কাল নতুন চিঠি পত্রিকার জীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক যা নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে নির্দেশ করে; অতীতকে স্মরণ করে আমরা যেন ভবিষ্যৎকে বরণ করে নিতে পারি সগৌরবে। জানি না সে ভবিষ্যৎ কেমন সকাল বহন করে নিয়ে আসবে। তবু ৪৯-এর বিদায় এবং ৫০-এর অভ্যর্থনা, যাকে জীবনের 'সুবর্ণ জয়ন্তী' বছরের সূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়, আমাদের অপেক্ষা সেই বিশেষ মুহূর্তটির জন্য। তাই আজ ৪৯ বছরে পদার্পণ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অর্ধশতাব্দীর যাত্রা কেবল সংখ্যা নয়, এটি নতুন চিঠি পত্রিকার ধৈর্য, সংগ্রাম এবং সাফল্যের গল্প। ৪৯তম বছরের পদার্পণে আমরা পত্রিকার সমস্ত শুভানুধ্যায়ী, সহযোদ্ধাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এতো দিনকার সৃষ্টিশীল অঙ্গীকারে আগামী বছরের দিনগুলিতে ফেলে আসা ৪৯ বছরের অভিজ্ঞতা আর অসংখ্য স্মৃতি সাথে নিয়ে জীবনের অর্ধশতকের (৫০) দ্বারে যেন বলতে পারি স্বাগতম, নতুন সূর্য আরো আলো দাও! সামনের দিনগুলো আরো রঙিন হয়ে উঠুক; যেন বলতে পারি; এসো ''মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার...!''

ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিনি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সিপিআই(এম)-এর প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

বাংলা বাঁচাও যাত্রা
কালনা বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো গঙ্গাবক্ষে ব্রীজ
প্রোমোটারী রাজ হটাও জলা বাঁচাও
সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে ধিক্কার
CPI(M)

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবিতে, নির্বাচিত রাষ্টপতিকে বন্দি করে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে জেলার সর্বত্রই মিছিল, পথসভা হয়েছে। আজ বিকেল ৫টায় বাদামতলা বাটা মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সকল গণতন্ত্রপ্রিয়, শান্তিকামী মানুষ সামিল হন। সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকেই এই কর্মসূচি পালিত হয়, সভাপতিত্ব করেন সোমেন ব্যানার্জী, বক্তব্য রাখেন অতনু হুই। সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগ চকদিঘি মোড় লরি ইউনিয়ন অফিস থেকে মিছিল শুরু হয়ে চকদিঘি মোড়ে শেষ হয়। মিছিলের শেষে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন প্রশান্ত কুমার। মিছিলে ছিলেন পীযূষ বিশ্বাস, জয়দেব ঘোষ, অনিল মুখার্জী, সঞ্জয় দেব, সন্দীপ মান্না প্রমুখ। রসুলপুরে মিছিল হয়েছে। কালনায় মনসা তলা থেকে জমায়েত হয়ে 'বাংলা বাঁচাও' পদযাত্রায় ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন হামলার ধিক্কার জানানো হয়। বৈদ্যপুরেও মিছিল ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। খণ্ডঘোষেও সালুন থেকে গৈতানপুর পর্যন্ত বাংলা বাঁচাও পদযাত্রায় মার্কিন হামলার নিন্দা করা হয়েছে।

কৈচরে শহিদ শিশির চ্যাটার্জী-কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ জানুয়ারি : শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে শিশির চ্যাটার্জী লড়াই এ খেতমজুর দের মজুরি বৃদ্ধি, বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাই তাকে খুন হতে হয়। কোনো পারিবারিক বিবাদ বা বৈষয়িক কারণে জন্য তিনি খুন হননি, মতাদর্শের কারণেই শোষকশ্রেণির মদতপুষ্ট মাওবাদী ও বিজেপি জল্লাদরা তাঁকে ২০০৮ সালের পয়লা জানুয়ারি নৃশংসভাবে খুন করে। আমাদের এ রাজ্যেও ৭০-৭১ সালে এগারোশো বেশি পার্টি নেতা, কর্মীদের খুন করা হয়েছে। এই তৃণমূল শাসনকালেও অসংখ্য সিপিআই(এম) নেতা কর্মীদের খুন করা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মিথ্যে মামলা দিয়ে লাল ঝাণ্ডা-কে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হলেও লাল ঝাণ্ডাকে রুখে দিতে পারেনি। ১ জানুয়ারি মঙ্গলকোটের কৈচরে শহিদ শিশির স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এই দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা জানান সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। এই সভায় পার্টি নেতা অচিন্ত্য মল্লিক, তমাল মাঝি প্রমুখ স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন। মাল্যদান করেন শহিদের স্ত্রী গৌরী চ্যাটার্জী, পুত্র সম্মেলন, পুত্রবধূ শম্পা এবং নাতনি সমপূর্ণা চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন এরিয়া সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দত্ত। এদিন সকালেও শহিদের কানাইডাঙ্গা গ্রামে দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করেন এলাকার শ্রমজীবী মানুষেরা। বক্তব্য রাখেন দুর্যোধন সর, জয়ন্ত কুমার দত্ত, শাহজাহান চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতি ছিলেন রাম বিকাশ বটব্যাল।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের অধীনেই সুরক্ষিত থাকবে

রাজ্য সরকার নতুন ওয়াক্‌ফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে। রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ড, ওয়াক্‌ফ সংশোধনী আইন ২০২৫-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছে [W.P.(C) No. 331/2025], যা বর্তমানে বিচারাধীন। পাশাপাশি, আইনের শাসন বজায় রাখার স্বার্থে ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে ওয়াক্‌ফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অতএব, কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক।

এদিকে, ওয়াক্‌ফ-সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার নতুন UMEED পোর্টালে তথ্য নথিভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যমান সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি (অর্থাৎ প্রায় ৮২,৬১৬টি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি) ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রক্ষিত পুরোনো ওয়াক্‌ফ পোর্টাল (WAMSI পোর্টাল)-এ নথিভুক্ত রয়েছে। অতএব, নতুন পোর্টাল (UMEED পোর্টাল)-এ সম্পত্তির বিবরণ নথিভুক্ত করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে — এই ধরনের প্রচারের কোনও সত্যতা নেই।

WAMSI পোর্টাল ও UMEED পোর্টালের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল তথ্য নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়ায়। পুরোনো পোর্টালে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ডের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হত, কিন্তু নতুন পোর্টাল (UMEED পোর্টাল)-এ সংশ্লিষ্ট মুতাওয়াল্লিরা ব্যক্তিগতভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিবরণ নথিভুক্ত করবেন।

রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তথ্য নথিভুক্তির কাজে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে এবং জেলা ও ব্লক-স্তরে অতিরিক্ত ডাটা এন্ট্রি ডেস্ক স্থাপন করেছে। এর ফলে ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে ২৩,০৮৭টি নথিভুক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তথ্য UMEED পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

আবার, ৫ ডিসেম্বরের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ওয়াক্‌ফ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আপলোড করার ক্ষেত্রে সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ড মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে আরেকটি আবেদন দাখিল করে সময় বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিল (I.A. No. 310474 of 2025)।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মোতাবেক, সকল মুতাওয়াল্লির পক্ষে রাজ্য ওয়াক্‌ফ ট্রাইব্যুনালের কাছে রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ড নিবন্ধিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিবরণ UMEED পোর্টালে আপলোড করার সময় বৃদ্ধির আবেদন জানায়। মাননীয় রাজ্য ওয়াক্‌ফ ট্রাইব্যুনাল ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে একটি আদেশ জারি করে অবশিষ্ট ৫৯,৫২৯টি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তথ্য UMEED পোর্টালে আপলোড সম্পন্ন করার জন্য আরও ছয় মাস সময় মঞ্জুর করেছেন।

এছাড়াও, ১৯৮০-র দশকে কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি — যার মধ্যে মসজিদ, কবরস্থান, ঈদগাহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত — এবং তৎসহ সমাজে এই ধরনের অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভুল শ্রেণিবিন্যাস বা ত্রুটিপূর্ণ নথিভুক্তির কারণে জেলা কালেক্টরের নামে রেকর্ড অব রাইটস (RoR)/খতিয়ান-১-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকার পর্যালোচনা করেছে এবং এই ঐতিহাসিক ত্রুটি সংশোধন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যাতে এই ওয়াক্‌ফ/ধর্মীয়/সামাজিক সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত থাকে এবং আইনগতভাবে তাদের প্রকৃত মালিকানাও যথাযথ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার অধীনেই বজায় থাকে।

"এ রাজ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের অধীনেই সুরক্ষিত থাকবে।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number 02(13)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 02.01.2026

নতুন চিঠি
৫ জানুয়ারি, ২০২৬

নো পাসারন

শনিবার ভোর রাতে লাতিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলায় সরাসরি সামরিক অভিযান চালায় বিশ্ব-অনিষ্টের কারিগর আমেরিকা। রাজধানী কারাকাসে বোমাবর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি নির্লজ্জ ট্রাম্পের সেনাবাহিনী, সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে। এমন নয় যে এই অভিযান হঠাৎ হলো। গত আগস্ট থেকেই ভেনেজুয়েলায় সমরসজ্জা বাড়িয়েছে ট্রাম্প সরকার—ওই এলাকায় ১৫০০০ মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার নৌযানের ওপর ডজন তিনেক হানা চালানো হয়েছে। মাদুরোর অপহরণ ও মার্কিন আগ্রাসনের মধ্যে স্বাধীনতার সুবাস পেয়েছেন মারিয়া মাচাদো, যিনি ২০২৪-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ভেনেজুয়েলার ওপর এ আক্রমণ ধিক্কারযোগ্য কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। দেশটিতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডার, যা দখল করতে মরিয়া মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন উগো স্যাভেজ। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে বেহাত না হয়, তেল নিষ্কাশনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যাতে বজায় থাকে, সেই চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মাদুরো তাঁরই উত্তরসূরী। তাই তেলের দামের পতনজনিত আর্থিক সঙ্কটে বিদেশি ঋণ পাওয়ায় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মাথা নোয়াননি তিনি। রাজনৈতিক আনুগত্য সুনিশ্চিত করতে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ড্রাগ পাচার, রিগিং, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি নানা অভিযোগ এনে তাঁর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। তবু তিনি পিছু হটেননি। এবার তাই বাণিজ্যিক স্বার্থে স্বাধীন রাষ্ট্রে সরাসরি হস্তক্ষেপের দুঃসাহস দেখাল ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বিষয়টি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। ইতিপূর্বে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রাখার অজুহাতে ইরাকে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। এবার শুধু ভেনেজুয়েলায় হামলা নয়, মেক্সিকো এবং কিউবাকে সবক শেখানোর হুঁশিয়ারি দেওয়াও হয়েছে। আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সামনে কোনো বাধা সহ্য করতে পারে না। বিশ্বে যেখানেই বাম রাজনৈতিক শক্তি অবাধ লুণ্ঠনের সাম্রজ্যবাদী নীতির বিরোধিতা করে, তারা অনিবার্যভাবে আক্রমণের লক্ষ্য হয়। সবচেয়ে বড় পরিহাস হলো, ট্রাম্প অন্য দেশ আক্রমণ করছেন গণতন্ত্রে রক্ষার নামে, সেই ট্রাম্প যিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়ে দলের গুণ্ডাদের হোয়াইট হাউস দখল করতে পাঠিয়েছিলেন। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের সামনে কোনো দেশের এককভাবে লড়াই করা শক্ত। তাই পৃথিবীর সমস্ত শুভশক্তিকে একজোট হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ভারত সরকার বিশ্বগুরুর ভয়ে মৌন। কিন্তু কিউবা ভেনেজুয়েলার প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছে, এমনকি শিকাগোর রাস্তায় বেরিয়েছে প্রতিবাদী মিছিল। অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে পাশ কাটালে চলবে না। মিছিল আরো বড় করতে হবে—নো পাসারন।

ফিরে দেখা : বিজ্ঞান ২০২৫

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গত ২০২৫ সালটি যদি কোনো একটি বিষয়ে চিহ্নিত করতে হয়, তবে মানতেই হবে তা হলো—এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমাদের কেজো জগতটা এক লহমায় এমন এক গভীর বাঁক নিয়েছে যে সত্যি সত্যি আমরা বুঝে উঠতে পারছিনা যে এর পর কি! ঠিক-ই'তো, এআই হয়তো বা নৈতিক পরিমণ্ডলকে পুনর্গঠন করলেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্রমাগত ক্ষুন্ন করে চলেছে। আমাদের আশঙ্কা মানুষের সার্বিক মর্যাদার নিরিখে এআই এক ভয়ঙ্কর প্রযুক্তি। মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, বৈষম্য বিরোধিতা এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকারের মতো মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এআই প্রক্রিয়ায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। কেননা যে কোনো এআই মডেল তাদের অধিকার ও মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে কিনা এবং কেন, তা বিচার করা দুরূহ। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, এবং পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এটি আরও খারাপের দিকেই যাবে।এআই কোনো মানবিক অর্থে বুদ্ধিমান নয় এটাকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন। এটি প্রকৌশলের একটি বিজয়, জ্ঞানের উত্তরণ নয়। এআই জানে না যে এটি কী করছে বা কেন করছে। মানুষের মতো কোনো চিন্তাপ্রক্রিয়া এখানে নেই, আছে শুধু প্যাটার্ন শনাক্তকরণ, যা দৈহিক উপস্থিতি, স্মৃতি, সহানুভূতি বা জ্ঞানবুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই স্বচ্ছতার অভাবকে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'ব্ল্যাক বক্স সমস্যা'।

বর্তমান বিশ্বে তিন বৃহৎ শক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মূলত বাজার কেন্দ্রিক, রাষ্ট্র কেন্দ্রিক ও মানব কেন্দ্রিক মডেলের উপর গুরুত্ব দিয়ে এআইয়ের জন্য ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে। বাজার কেন্দ্রিক এআই গ্রাহকের চাহিদা এবং প্রতিযোগিতামূলক বুদ্ধিমত্তার উপর জোর দিয়ে বহিরাগত বাজারের গতিশীলতা বোঝা, ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে এআই ব্যবহার করে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব তথ্য ভান্ডার ছাড়াও বাইরের বিপুল তথ্য ভান্ডার যেমন সোসাল মিডিয়া, অনলাইন পর্যালোচনা, প্রতিযোগী ওয়েবসাইট ছাড়াও নানা অসংগঠিত তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে পণ্য চাহিদার পূর্বাভাস, সর্বাধিক মূল্য নির্ধারণ ও আদর্শ বিপণনের কৌশল প্রস্তুত করে। অন্যদিকে রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক এআই উন্নয়ন এবং শাসনের একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্র নীতি গঠন, উদ্ভাবন চালানো এবং ডেটা নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, প্রায়শই ব্যক্তিগত অধিকারের চেয়ে জাতীয় সুরক্ষা এবং সম্মিলিত সামাজিক লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়। এটি অন্যান্য অঞ্চলে দেখা মানব-কেন্দ্রিক বা বাজার-চালিত পদ্ধতির বিপরীত। সহজ কথায় রাষ্ট্র তথ্য ও সাইবারস্পেসের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে। মানব-কেন্দ্রিক এআই মানুষের সাথে কাজ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, কেবল মেশিন আউটপুটের বিকল্পে মানুষের প্রয়োজন, মূল্যবোধ এবং সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেয়, দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, বিশ্বাস তৈরি করে এবং ব্যবহারকারীর বোঝাপড়া এবং ক্রমাগত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ফলাফলগুলি প্রচার করে। এআই কেবলমাত্র একটি সরঞ্জাম নয়, একটি ব্যবহারযোগ্য, বোধগম্য এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের জন্য উপকার নিশ্চিত করে, মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অভিজ্ঞতার উন্নতি করে।

ভারতের মতো দেশগুলিতে জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৌশলের লক্ষ্য হল 'ভারত-কেন্দ্রিক চ্যালেঞ্জ' মোকাবিলায় এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে গণতন্ত্রীকরণ করা। সামগ্রিকভাবে, রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক মডেলটি রাষ্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক অনুকূল এবং জাতীয় কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সরঞ্জাম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ক্রমাগত চিন, রাশিয়া বা আমেরিকার সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে। ভারতের একটি শক্তিশালী দ্বিদলীয় ঔপনিবেশিক বিরোধী ঐতিহ্য রয়েছে, যার মধ্যে বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদী কাঠামোর বিরুদ্ধে স্থানীয় সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিকে রক্ষা করার সাধারণ ইচ্ছা রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে বাম ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের একটি রূপ প্রচার করে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী, হিন্দুত্ববাদী শক্তি দেশের কাঠামোগত বিন্যাসকে একটি একপেশে, বহুত্ববিরোধী, হিন্দি-হিন্দু- হিন্দুস্থানের পক্ষে নিয়ে যেতে তৎপর।

মোদির সরকার, আন্তঃধর্মীয় দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দেয়। প্রায়শই ভুল তথ্যে উৎসাহিত জনমানস মারমুখী দাঙ্গার সম্মুখীন হয়। ২০১৩ সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত এক মিথ্যা সংবাদের প্ররোচনায় ৬৩জন মানুষের মৃত্যু হয়, ৯৩জন আহত এবং পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। এছাড়াও, এই সরকারের আমলে, ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গায় ৫৩ জন নিহত হয়েছিল। বিশ্বের দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী ইন্টারনেট শাটডাউনগুলির মধ্যে একটি, যা ৪ আগস্ট, ২০১৯ থেকে ৪ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে এবং ১২.৫ মিলিয়ন জম্মু ও কাশ্মীরবাসীকে প্রভাবিত করেছে। বিগত ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সোশাল মিডিয়া গুজবের উপর ভিত্তি করে সারা ভারতে অসংখ্য দরিদ্র হতভাগ্য মানুষের হত্যালীলা সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ডিজিট্যাল মাধ্যমগুলিকে রাষ্ট্র নিরাপত্তার অজুহাতে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে। সংক্ষেপে, ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের ভারতীয় ধারণায় অত্যন্ত কর্তৃত্ববাদী দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষত সেন্সরশিপ এবং ইন্টারনেট শাটডাউন, যা আংশিকভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকারের জটিল কর্তৃত্ববাদী কৌশলগুলির সাথে যুক্ত। এরসাথে যুক্ত হয়েছে গুরুতর নাগরিক পরিস্থিতিতে সরকারী নিষ্ক্রিয়তা। এই বিষয়ে আমাদের রাজ্য সরকারগুলিও পিছিয়ে নেই। মনে রাখা দরকার যে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডিজিটাল যোগাযোগ সব দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে একটি নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। এআই কি তবে বিশ্বকে ডিজিট্যাল কর্তৃত্ববাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

আমেরিকার জন্য দেশটা তছনছ হচ্ছে

পঙ্কজ পাঠক

নিজের দেশের বাইরে আমেরিকার প্রায় আশিটা দেশে সাতশো পঞ্চাশ থেকে আটশো সেনা ঘাঁটি আছে, যেখান থেকে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে। হাসিনা চব্বিশের অভুত্থানের কয়েকমাস আগে বলেছিলেন পশ্চিমের দেশগুলো তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য, "আমি কিছুতেই দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হতে দেব না, দেশের মাটিকে অন্য দেশের হাতে তুলে দেব না।" চব্বিশের অভ্যুত্থানের আগেই ইউক্রেন থেকে হাজার হাজার মারণাস্ত্র কালোবাজারের পথ পরিক্রমা করে বাংলাদেশে ঢুকেছিল। আমেরিকা তলে তলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে ছাত্র-যুবদের দিয়ে হাসিনাকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেছিল। যারা আমেরিকার এই চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছে তারা মূলত মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী, প্রবলভাবে ভারতবিদ্বেষী এবং অবশ্যই মৌলবাদী। বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক-এ পরিণত করার ইচ্ছা তাদের অনেক দিনের।

হাসিনাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে ও আওয়ামী লিগ সরকারকে সরিয়ে ইউনুসকে নিয়ে এসে প্রধান উপদেষ্টা করার পর থেকে সারা দেশব্যাপী মৌলবাদীদের দাপাদাপি, ভারতবিদ্বেষী জনমত তৈরি করার জন্য আদাজল খেয়ে পথে নামা, ভারতের সেভেন সিস্টারকে বিচ্ছিন্ন করার আস্ফালন,আর এইসব কাজে জামায়েতে ইসলামির প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মদত দেওয়া আমাদের দেশের পক্ষে একটা বড় রকমের বিপদের বার্তা।

ইউনুস ক্ষমতায় আসার পর জেলবন্দী দুর্ধর্ষ দাগি জঙ্গিরা জেল ভেঙে পালিয়েছে ও অনেককে আবার মুক্তিও দিয়েছে এবং তারা যে নাশকতামূলক কাজে আবার জড়াচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মৌলবাদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্যদেশের সুস্থিতিকে ব্যাহত করার বিকল্প সন্ত্রাসের অর্থনীতি সুবিদিত, এইকাজে আফগানিস্তানে আফিম চাষ, ড্রাগ স্মাগলিং ও তালিবানদের একসময় আমেরিকার অস্ত্র সাহায্যের কথা বিশ্ববাসী জেনেছে আগেই।

হাসিনার আশঙ্কাই সত্যি হল, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আসার পর সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আমেরিকার সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছে, চট্টগ্রাম বন্দর নিজেদের দখলে নিয়েছে, এবার চাই প্রায় দেড়শো কিলোমিটার আরাকান সৈন্যদের জন্য সেফ করিডর। আমেরিকা এবার চিন ও ভারতের ওপর নজরদারি করবে। আমেরিকা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিগুলো গোপনে করেছে, যেগুলো ধীরে ধীরে বাইরে আসছে, বস্তুত বাংলাদেশকে তারা নিজেদের উপনিবেশ তৈরি করতে চায়। বাংলাদেশের সীমানা দিয়ে ভারতে জঙ্গি ঢুকিয়ে অস্থিরতা তৈরি করার সুযোগ করে দিচ্ছে এই সরকার।

মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামি লিগের অবদানকে মুছে ফেলার জন্য নিরন্তর ইন্ধন জোগাচ্ছে জামায়েত ইসলাম, মুজিবের মূর্তি ভাঙা চলছে, ঐতিহাসিক ৩২ নং ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যাতে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে। আওয়ামি লিগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তারা যে ক্ষমতায় আসবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সরকারের আমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা নেই, খুন-জখম এখন নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদিন অপমান করা হচ্ছে। সাধারণ জনগণ এই সরকারের ওপর অখুশি, অনেকে প্রকাশ্যেই বলছেন আওয়ামি লিগের আমলেই ভালো ছিলেন।

ওসমান হাদি নামের এক যুবক, যার নাম আগে শোনা যায়নি, হঠাৎ ইনকিলাব পার্টির হয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে প্রচারে নামলেন, টিভির টকশোগুলোতে ভারতবিদ্বেষ ছড়ালেন এবং কিছুদিন আগে আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন, বিশেষজ্ঞরা বলছেন নির্বাচন বানচাল করার জন্য মৌলবাদীরা এইকাজ করিয়েছে, অনেকে এই খুনের জন্য জামায়েতে ইসলামির দিকে আঙুল তুলছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে হিন্দুদের বাড়িঘর পোড়ানো। দীপু নামের এক যুবককে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হলো।

বাংলাদেশ আরও একটা আফগানিস্থান হওয়ার উপক্রম হয়েছে। একদিকে সেন্ট মার্টিন থেকে আমেরিকা আমাদের ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে, অন্যদিকে এই সুযোগে এদেশের হিন্দু মৌলবাদীরা পথে নেমে বিভাজনের রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বমানবতার কতখানি বিপদ বর্তমান বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ তা প্রমাণ করছে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

২০২৫ সালের সালতামামি

১ জানুয়ারি : বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদ পদ্মশ্রী ড. কাতুঙ্গাল সুব্রহ্মন্যন মণিলাল (৮৬) প্রয়াত হন।

৯ জানুয়ারি : আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসের হলিউড নগরী দাবানলে জ্বলে ওঠে। হাজার অধিক বাড়ি ভস্মীভূত হয়, বাস্তুচ্যুত হন লক্ষাধিক মানুষ। সেদিনই ১০ জনের মৃত্যু হয়।

১১ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার ৫৩তম রাষ্ট্রপতি হন বামপন্থী নেতা নিকোলাস মাদুরো মোরোস।

১৩ জানুয়ারি : ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রপতি হন জোরান মিলানোভিচ।

১৩-২৬ জানুয়ারি : ১২ বছর পর প্রয়াগরাজ-এ মহাকুম্ভ মেলা হয়। অব্যবস্থার জন্য মৃত্যু হয় শতাধিক জনের, আহত বহু মানুষ। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নান করেন।

১৭ জানুয়ারি : প্রখ্যাত সাঁতারু পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার মেয়ে সায়নী দাস জাতীয় তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার এবং ১৫ লক্ষ টাকা 'এ্যাওয়ার্ড ম্যান' পান। পুরস্কার তুলে দেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুরমু। সায়নী ২০১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট, ২০১৯ সালে আমেরিকার কাটলিনা ক্যানেল, ২০২২ সালের এপ্রিলে হাওয়াই দ্বীপে ৪৪ কিমি মনোকাই চ্যানেল, ২০২৪ সালে আগস্ট মাসে আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যনেল, ২০২৫ সালের এপ্রিলে স্টেইট অব জিব্রাল্টার পার হন। সায়নী দাস এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে ছটি 'ওসেন সেভেন' চ্যানেল পেরিয়েছেন। এবার লক্ষ্য সুগারু চ্যানেল।

২০ জানুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হন ডোনাল্ড জন ট্রাম্প।

২০ জানুয়ারি : ৯ আগস্ট ২০২৪ আর জি কর-এ ধর্ষিতা ও খুন হন অভয়া। এই মামলায় সিভিক পুলিশ সঞ্জয় রাই-কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

৩০ জানুয়ারি : মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টার ও যাত্রীবাহী বিমানের সংঘর্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়। এই দিনটি ভারতের লোকসভায় 'ওয়াকফ বিল' পাশ হয়।

৩১ জানুয়ারি : মহাকুম্ভ মেলায় আগুন লেগে অনেক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু ঘটে।

১২ফেব্রুয়ারি : উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস (৮৫) প্রয়াত হন। এই দিনটিতে সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত প্রভাকর কারেকার প্রয়াত হন।

১৫ফেব্রুয়ারি : প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী 'আমি বাংলায় গান গাই' খ্যাত প্রতুল মুখোপাধ্যায় (৮৩) প্রয়াত হন। জন্ম ২৫.০৬.১৯৪২।

১৯ফেব্রুয়ারি : ভারতের ২৬তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হন জ্ঞানেশ কুমার।

২২ফেব্রুয়ারি : ওডিশি নৃত্যের জনক মায়াধর রাউত প্রয়াত হন। জন্ম ৬.৭.১৯৩০।

২২-২৫ ফেব্রুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ২৭তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন মহম্মদ সেলিম।

২ মার্চ : ৯৭তম অস্কার পুরস্কার পায় চলচ্চিত্র 'আনোরা'।

৩ মার্চ : বেসরকারি মহাকাশযান ব্লু-গোস্ট চাঁদে অবতরণ করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি যাত্রা করেছিল।

৯ মার্চ : অন্ধ্রের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ গারিমেলা বান কৃষ্ণপ্রসাদ প্রয়াত হন। জন্ম ৯.১১.১৯৪৮।

১১ মার্চ : পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে পেশওয়ার রওনার পথে 'হাওয়া জাফর এক্সপ্রেস' ট্রেনটি ৫০০ যাত্রীসহ ছিনতাই করে সন্ত্রাসবাদীরা। লড়াইয়ে ২০ জন সেনাজওয়ান নিহত হন।

১৬ মার্চ : নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার কোসানি শহরে পলস নাইট ক্লাবে আগুন লেগে ৫৯ জনের মৃত্যু এবং ১৫৫ জন আগুনে ঝলসে যায়।

১৮ মার্চ : মায়ানমারের ৯০০ কিমি দূরে পরপর দুটি ভূমিকম্প (৭.৭ রেখটার স্কেল) হয়। বার্মা, থাইল্যান্ডেও অনুভূত হয়। ১৫০ জনের মৃত্যু এবং এক হাজার জন জখম হয়।

১৯ মার্চ : মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলিমোর ২৮৬ দিন মহাকাশে থাকার পর পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

২১ মার্চ : নামিবিয়ার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হন নৈতুম্বি নানিন্ড নিদাইভা।

২৮ মার্চ : মায়ানমারে তীব্র ভূমিকম্প (৭.২ রেঃ স্কেল) হয়। চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডে অনুভূত হয়। ৬০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হন। প্রচুর ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

২ এপ্রিল : ওয়াকফ (সংশোধনী বিল) ২০২৪ বিল লোকসভায় পাস হয়।

৩ এপ্রিল : ওয়াকফ বিল ২০২৪ রাজ্যসভায় পাশ হয়।

৪ এপ্রিল : প্রখাত চলচ্চিত্র অভিনেতা, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত মনোজকুমার (৮৭) প্রয়াত হন। জন্ম. ২৪.৭.১৯৩২।

২-৬ এপ্রিল : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেস মাদুরাই-এ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এম. এ বেবি।

৯ এপ্রিল : ডোমিন গো ডমিনিকান দেশের স্যান্টের ডোমিংগো নাইটক্লাবে ছাদ ভেঙে পড়লে ৯৮ জনের মৃত্যু হয়, আহত ৪৩ জন।

১৬ এপ্রিল : ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মনোনীত (৫২তম) হন রামকৃষ্ণ গাবাই। ১৪ মে শপথ নেন।

২১ এপ্রিল : পোপ ফ্রান্সিস (৮৮) প্রয়াত হন। জন্ম আর্জেন্টিনায় ১৭.১২.১৯৩৬।

২২ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এর বৈসরণীতে জঙ্গী হামলায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়।

২৬ এপ্রিল : ইরানের শাহিদ রাজাই বন্দরে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ৭ জনের মৃত্যু এবং ৭ জন গুরুতর জখম হন।

৩০ এপ্রিল : দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন করেন।

১৭ মে : বিজ্ঞান যাদুঘর আন্দোলনের জনক ড. সরোজ ঘোষ (৮৭) প্রয়াত হন।

১৮ মে : হায়দ্রাবাদের চারমিনারের কাছে এক বহুতল বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে শিশুসহ ১৭ জনের মৃত্যু হয়, আহত শতাধিক।

৩ জুন : কাশ্মীরে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু (৩৫৯ মিটার)-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই রেলপথে ৩৬টি সুড়ঙ্গ আছে, সেতু তৈরি করতে ৩০ হাজার টন ইস্পাত লাগে।

৪ জুন : বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আর বি সি-র জয়ের আনন্দে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়।

৫ জুন : নরওয়ের সর্বোচ্চ সম্মান হলবার্গ পুরস্কার পান বাঙালি অধ্যাপিকা গায়ত্রী চক্রবর্তী। অর্থমূল্য ৬ কোটি টাকা।

Goodbye
2025

১২ জুন : ইসরাইল ইরানে বিমান হামলা চালালে ৮৬ জনের মৃত্যু, ৩৪১ জন আহত হন।

৫ জুন : আমেদাবাদ হয়ে লন্ডন যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী বিমান ভেঙে পড়লে ২৪১ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিও ছিলেন।

১৫ জুন : ইরান ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যালাস্টিক মিশাইল চালায়।

১৫ জুন : কেদারনাথ থেকে গৌরীকুণ্ড আসার পথে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়লে ৭ জনের মৃত্যু হয়।

১৯ জুন : প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় (৯১) প্রয়াত হন। জন্ম ১১.৯.১৯৩৪।

২৩ জুন : ভারতের বাঁহাতি স্পিনার ক্রিকেটার দিলীপ দোশী প্রয়াত হন, জন্ম ২২.১২.১৯৪৭।

২৫ জুন : মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় শুভ্রাংশু শুক্লা মহাকাশে পাড়ি দেন।

২৮ জুন : বাঁকুড়া থেকে মসাগ্রাম হয়ে হাওড়া 'বিডিআর রেল' ট্রেনটি যাত্রা শুরু হয়। দূরত্ব ১৮৪ কিমি।

২০ জুলাই : বাংলাদেশে ঢাকা শহরে মাইলস্টোন স্কুলের উপর একটি যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়লে ২০ জনের মৃত এংব ১৬৪ জন গুরুতর দগ্ধ হন। বেশিরভাগই ছাত্র।

২১ জুলাই : সিপিআই(এম) দলের নেতা, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন (১০১) প্রয়াত হন। জন্ম ২০.১০.১৯২৩।
এই দিনই জাতীয় কংগ্রেস দলের ৩০ বছরের বিধায়ক আবু হেনা প্রয়াত হন।

২৪ জুলাই : নকশাল নেতা সাহিত্যিক আজিজুল হক প্রয়াত হন।

৪ আগস্ট : ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন প্রয়াত হন। জন্ম ১১.১.১৯৪৪।

৫ আগস্ট : অনেক রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক প্রয়াত হন। জন্ম ২৪.৭.১৯৪৬।

১৪ আগস্ট : কাশ্মীরের চারশোটি গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে বহু বাড়ি ধ্বংস হয়, মানুষ মারা যায় এবং নিখোঁজ হয়।

১৫ আগস্ট : শিয়ালদহ-রানাঘাট লাইনে এসি লোকাল ট্রেন চালু হয়।

১৫ আগস্ট : বর্ধমানের ফাগুপুরে বাস দুর্ঘটনায় ১১ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়, জখম ১৫-২০ জন।

১৭ আগস্ট : ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প (৬.৫ রিঃ স্কেল) এবং ১৫ বার আফটার শক হয়। বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৮ আগস্ট : আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শক্তিশালী হ্যারিকেন ঝড় এরিন ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে আছড়ে পড়লে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

২১ আগস্ট : প্রখ্যাত শিল্পপতি স্বরাজ পাল প্রয়াত হন।

২৬ আগস্ট : জম্মু-কাশ্মীরের বৈষ্ণদেবী মন্দির যাওয়ার পথে ধস নামায় ৪০ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়, অসংখ্য যাত্রী আহত হন।

৩১ আগস্ট : ইসরাইলের বিমান হানায়-ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী রাহারি সহ হামাস মুখপত্র আবু উবাইদার সহ অনেক সাংবাদিক নিহত হন।

১ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে ভূমিকম্প (৬. রিঃ স্কেল) হয়। ৩০০ জনের বেশি মানুষ মারা যান, আহত তিন হাজার, প্রচুর ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়। পরের দিন আবার ভূমিকম্প হয়।

৭ সেপ্টেম্বর : প্রখ্যাত সাহিত্যিক বদরুদ্দিন উমর (৯৪) প্রয়াত হন। জন্ম বর্ধমানে ২০.১২.১৯৩১।

৯ সেপ্টেম্বর : ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন সিপি রাধাকৃষ্ণন।

১৩ সেপ্টেম্বর : কয়েক দিন ধরে লাগামহীন হিংসা ও অশান্তির পর নেপালের প্রধানমন্ত্রী হন সুশীলা কার্কী।

২০ সেপ্টেম্বর : জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গ সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে যান এবং মৃত্যু ঘটে। জন্ম অসমে ১৮.১১.১৯৯২।

২২ সেপ্টেম্বর : ভরা কোটালে কলকাতা জলমগ্ন হয়ে যায়। কোনো কোনো অঞ্চলে ৫ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয় ২৫০ মিলিমিটার।

২৭ সেপ্টেম্বর : তামিল অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ থালাপতি বিজয়ের সভায় পদপিষ্ট হয়ে ৪০ জনের মৃত্যু, ৬০ জন গুরুতর জখম হন।

২ অক্টোবর : শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত ছান্নালাল মিশ্র প্রয়াত হন। জন্ম ৩.৮.১৯৬৬।

১০ অক্টোবর : গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় ৭.১০.২৩ থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ নিহত এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১২ অক্টোবর : হলিউড অভিনেত্রী জায়ান কিটন প্রয়াত হন। জন্ম ৫.১.৪৬।

১৫ অক্টোবর : গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রবি সীতারাম নাইক প্রয়াত হন।

২১ অক্টোবর : ইরানে হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি 'তাফতান' জাগতে শুরু করে। উচ্চতা ১২,৯২৭ ফুট।

২ নভেম্বর : রাজস্থানের ভারতমালা এক্সপ্রেস ওয়েতে মন্দির দর্শন করে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় ১৮ জনের মৃত্যু ঘটে।

২ নভেম্বর : ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল দঃ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয় করে। নেতৃত্ব দেন হরমন প্রীত কৌর।

৫ নভেম্বর : আমেরিকার নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বামপন্থী জোহরান মামদানি।

১৭ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে সেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৮ নভেম্বর : প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও গায়িকা সুলক্ষণা পণ্ডিত প্রয়াত হন।

১৯ নভেম্বর : চিলির প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মিশেল ব্যাচলেটকে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।

২৪ নভেম্বর : ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হন সূর্যকান্ত।

২৫ নভেম্বর : ইথিওপিয়ার হাইলি গাবি আগ্নেয়গিরি ১২০০ বছর পর জেগে ওঠে। ছাই ১৫ কিমি উচ্চতায় উঠে যায়।

৩ ডিসেম্বর : জার্মানির সেনাবাহিনীর ২০ হাজার পিস্তল রাইফেলের গুলি চুরি হয়ে যায়।

১৩ ডিসেম্বর : কিংবদন্তি ফুটবলার মেসি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হলে স্টেডিয়াম রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে যা অন্যতম কলঙ্কিত দিন হিসাবে চিহ্নিত।

২৯ ডিসেম্বর : আরাবল্লি লিহস নিয়ে ২০ নভেম্বরের নিজের রায় স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট।

৩০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু।

সংকলন : কাজী আব্দুল করিম

আমাদের সংবাদদাতাদের প্রতি
নতুন চিঠি-র খবরগুলি
weeklynatunchithi@gmail.com
newsnatunchithi@gmail.com
-তে পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। হোয়াট্স অ্যাপে খবর পাঠাবেন না।

নবরূপে বর্ধমান টাউন হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ জানুয়ারি : বর্ধমানের ১৩৫ বছরের প্রাচীন টাউন হল নতুন রূপে সাজানো হল। ২ জানুয়ারি সংস্কার হওয়া এই ঐতিহ্যবাহী টাউন হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পুরসভার পুরপ্রধান পরেশ সরকার, বিধায়ক খোকন দাস-সহ পুর প্রতিনিধি ও পুরসভার আধিকারিকরা।

চার কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ সংস্কার করা হয়েছে এই টাউন হল। প্রায় দেড় শতাব্দীর ইতিহাস বহনকারী এই সভাঘরে এসেছেন মনিষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। টাউন হল অসংখ্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। টাউন হলে যুক্ত হয়েছে একাধিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম, দুটি গ্রিনরুম এবং অতিথিদের বসার জন্য আলাদা জায়গা। তবে সংস্কারের ফলে আসন সংখ্যা কমে ৪৫০ থেকে দাঁড়িয়েছে ২৮৮ তে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে হল ভাড়াও।

এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ জানুয়ারি : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির সহযোগিতায় বর্ধমান চাষী মানা এলাকাতে অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতামূলক ক্যাম্প। এদিন এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ গীস্পতি চক্রবর্তী, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্বপন বণিক ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিব্যেন্দু রায়। ডাক্তারবাবুরা এলাকার শ্রমজীবী মানুষের সামনে স্বাস্থ্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। হেলথ হাইজিন, খাদ্যাভ্যাস সচেতনতা সম্পর্কিত বক্তব্য রাখা হয়। এদিন এই ক্যাম্পে এলাকার শ্রমজীবী গরিব মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতি চিকিৎসকরা বলেন এটি তাদের ধারাবাহিক প্রয়াস এবং পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা সর্বত্র বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চান। ছাত্র যুব আন্দোলনের কর্মীরা জানান এটি কোন একদিনের কর্মসূচি নয়, আগামী দিনের এইরকম ক্যাম্পের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

চিত্রকল্পের ৪০ বছরে প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি : চিত্রকল্পের ৪০ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ৩৭ কালনা রোডে। চিত্রকল্প স্বপ্ন 'রং বাক্সের মতো চাই পৃথিবী'। সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে প্রতি বছর নানান সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও শিল্পকলা প্রদর্শনী করে চিত্রকল্প। এবারে প্রদর্শনীকক্ষ উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রথিতযশা সাহিত্যিক নীলা কর ও কবি স্বপ্নকমল সরকার-এর স্মৃতিতে। ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পারিতোষিত বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নশালার প্রাক্তন কিউরেটর রঙ্গনকান্তি জানা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ডাঃ কৌশিক লাহিড়ী, চিত্রকর সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত, কবি সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, শিল্পী দোলন কুণ্ডু ও শ্যামলবরণ সাহা প্রমুখ।

বাহান্নবতী (২৪)

রত্না রশীদ

আমার কাজের দিদির বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধি 'তারিফ' করার মতো। যদিও আমাকে বিব্রত হতে হয় ওই বুদ্ধিরই কারণে। চেষ্টা করে আমার সমস্যা মেটাতে, তবে 'বুদ্ধির' বাড়াবাড়িতে ক্ষতি হয়ে যায় বেশি। ছোটখাটো উদাহরণ দিলেই বুঝবেন।

একা থাকি, তাই ভাইঝিরা মাঝে মধ্যেই কাছে আসে। একটু চপ-বেগুনি খেতে ভালোবাসে। দিদি জেনে গেছে ওদের ধাত্। তাই এলেই গরম মুড়ি ভাজা, বেগুনি, পেঁয়াজি এসব করে দেয়, ওরা আনন্দ করে খায়। এমনি একদিন থালা ভর্তি তেলেভাজা মুড়ি আসতেই আনন্দ করে ওরা খেতে আরম্ভ করতেই হাসি মুখ ভোঁদড়ে গেলো—ও পিসি, এটা কি খেতে দিয়েছো গো!

তদন্ত করে জানা গেল, বেসন বাড়িতে কম ছিল বলে দিদি অল্প বেসনের সঙ্গে আটা আর হলুদ গুলে তেলেভাজা বানিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভেতরে দিয়েছে পুঁইশাকের পাতা। কেউ খেলো না। অথচ আমার বড়ির পাশেই মুদিখানার দোকান। এক মিনিটে বেসন চলে আসতো।

আর একদিন, দুপুরে খেতে বসতে যাবো, অমনি দুজন আত্মীয় এলেন গ্রাম থেকে। ওরা এসে হাত-পা ধুয়ে জিরোতে জিরোতে বাড়তি একটু ডাল তরকারি রান্না করা হয়ে যেত। দিদিকে তাই করতে বললাম। খেতে দিয়ে দেখলাম ওরা কেউ ডাল মুখে তুললেন না, শুকনো শুকনো খেয়ে নিলেন। নিজে যখন খেলাম, বুঝতে পারলাম ভাতের ফ্যান ঢেলে পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। তাও আবার অনেকটা। ডালে ফ্যানের গন্ধ। আর বোধহয় ফোটায়নি গ্যাস বাঁচাবার জন্য। অতিথির কাছে নাক কাটা গেল আমার। ভাবে আমার জন্য, তবে শেষতক্ ক্ষতিটা আমারই হয়।

একবার আমি ডাক্তার দেখাতে যাবো, আমাকে রিলিফ দেবার জন্য নিজে দরজায় তালা লাগিয়ে আমাকে টোটোতে তুলে দিল, ব্যাগে চাবিটা ফেলে দিল। ফিরে এসে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে দেখি, সব চাবি রয়েছে কেবল ঘরে ঢোকার চাবি না দিয়ে ল্যাচ্ টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গেট খুলে সামনের বাগানে বসে থাকতে হলো বেলা চারটে পর্যন্ত অভুক্ত হয়ে। ফোন করে মিস্ত্রি ডেকে দরজার লক্ সমেত দরজা কেটে ঘরে ঢুকতে পেলাম। আমার খাটুনি কমিয়েছিল দিদি!

(চলবে)

গণশক্তি ও জ্যোতি বসু সমাজ চর্চা-গবেষণা কেন্দ্র তাহবিলে অর্থ সাহায্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ জানুয়ারি, মেমারি : ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ও মেমারি সলদা নিবাসী সেখ আলিম তাঁর বন্ধু রাকিবের মেয়ের বিয়েতে এসে বিবাহ অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসু মেমোরিয়াল সমাজচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র এবং গণশক্তি তহবিলের জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট দশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করলেন। অর্থ তিনি সিপিআই(এম) মেমারি-১ (পশ্চিম) এরিয়া কমিটির সম্পাদক পীযূষ বিশ্বাস-এর হাতে তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়ের বাবা সেখ রাকিব, প্রদীপ রজক, ইমামূল হোসেন মল্লিক প্রমুখ।

আদিবাসী অধিকার মঞ্চের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি : পশ্চিম বঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১০০ দিনের কাজ চালু, নকল এসটি সার্টিফিকেট বন্ধ করা, সমস্ত আদিবাসীদের আবাস যোজনার ঘর দেওয়া, ২০০৬ বন সংরক্ষণ আইন বজায় রাখা সহ ১৩ দফা দাবি নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা হয়। সংগঠনের পক্ষে জগন্নাথ ওঁরাও জানান এই দাবিগুলো মানা না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

চুপি পাখিরালয়ে ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩১ ডিসেম্বর : পূর্বস্থলীর চুপি পাখিরালয়ে পর্যটকদের ভিড় জমে। পানসি নৌকায় চেপে খুব নিকটে গিয়ে পাখি দেখা, পুরো পাখিরালয় দর্শন সাথে পিকনিকও বাদ গেল না। বিভিন্ন জায়গার পর্যটকরা সোয়েটার পড়ে বা চাদর জড়িয়ে চলে আসেন এই পাখিরালয়ে।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

শহিদ সফদার হাসমী-কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ জানুয়ারি : নাট্যকার ও অভিনেতা শহিদ সফদার হাসমী-কে স্মরণ করলেন বর্ধমানের সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ। ১৯৮৯ সালের পয়লা জানুয়ারি গাজিয়াবাদের শাহিবাবাদে দুষ্কৃতীদের হাতে তিনি নাটক করার সময় আক্রান্ত হন। ২ জানুয়ারি সফদার হাসমী প্রয়াত হন। প্রতি বছরের মতো এবারও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান শহর কমিটির পক্ষ থেকে বড়নীলপুর মোড়ে এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা। বক্তব্য রাখেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে 'বহ্নিশিখা'র শিল্পীরা। বেশ কয়েকন কবিতা পাঠ করেন। কয়েকটি একক গানের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় গণনাট্য শিল্পীদের অভিনীত 'আমরা কথা রাখব' নাটকের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে শতাধিক দর্শক সমাগম হয়েছিল।

ব্যাংক কর্মচারীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি : ৩০ ডিসেম্বর বর্ধমান টেলিফোন ভবনের সামনে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন, বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে এক বিক্ষোভ সভা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্ককে ধ্বংস করে বেসরকারিকরণের পথে যাওয়ার প্রতিবাদে সারা ভারত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট-কে সফল করতে এই সভা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ৪৯ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ করা, আমানতের ওপর সুদের হার বাড়ানো, আউটসোর্সিং বন্ধ করে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, পাঁচ দিনে সপ্তাহ চালু সহ কয়েক দফা দাবিতে বিক্ষোভ সভায় বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অনেক অফিসার, ব্যাংক কর্মী উপস্থিত হন। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলাই দে, আহবায়ক প্রভাস পাল, সুজিত নন্দী, প্রবীর সরখেল প্রমুখ।

সরকারি হারে ফি-এর দাবিতে এসএফআই-এর ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি : সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সরকারি স্কুলগুলোতে ২৪০ টাকার অধিক ফি না নেওয়ার, স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগের করার দাবি নিয়ে ডি আই অফিসে ডেপুটেশন দিল এস এফ আই। এই অবস্থায় সরকারি স্কুল শিক্ষাকে রক্ষা করতে প্রশাসনের ইতিবাচক, পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে মনে করছে এসএফআই। বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কালনা ও কাটোয়ার মহকুমা শাসক, পূর্ব বর্ধমান জেলার ডি আই এর কাছে ৫ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২ জানুয়ারি পুনরায় এডিআই-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সংগঠনের দাবি—২০২৬ সালে স্কুলে ভর্তির সময় যেন ২৪০ টাকার অতিরিক্ত ফি না নেওয়া হয় তা নিশ্চিত করা, স্কুলের পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন, কম্পোজিট গ্রান্টের বকেয়া টাকা স্কুলগুলিতে দেওয়া, স্কুলে শিক্ষক, শিক্ষা কর্মীদের স্বচ্ছ নিয়োগ চাই। এবং স্কুলে ড্রপ আউট কমাতে ও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাকে।

এশিয়ার পর ওয়ার্ল্ড-এও সোনা জয় শিক্ষিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ ডিসেম্বর : সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের পর ওয়ার্ল্ড যোগা চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জয় করলেন শিক্ষিকা পূর্ণিমা সমাদ্দার। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন তিনি। উল্লেখ্য পূর্ণিমা সমাদ্দার চলতি বছরের ৭ জুন শিলিগুড়ি শহরে বরসনা হাইটস এ জাতীয়স্তরের যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপেও প্রথম স্থান অর্জন করেন। ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় তার পুত্র অভিজ্ঞান মণ্ডলও (১৮ থেকে ২০ বছর বিভাগে) অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় হয়ে রুপোর পদক জয় করে।

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at
62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-